স্কুলের নামঃ গজঘন্টা হাই স্কুল ও কলেজ

শত বৎসর পূর্বে ১৯০৬ ইং খৃষ্টাব্দে তিস্তার শাখা মানসি নদীতে অবস্থিত প্রমাধ্যম বন্দরের অদূরে জমিদার অধুষ্ঠিত অঞ্চলে (বাবু/সুখী পাড়ায়) গঙ্গাচড়া বাসীর (রংপুর জেলার) বহুদিনের আকাঙ্খিত বাসনা বাস্তবায়নের শুভলগ্নে জন্ম হয়েছিল বর্তমান "গজঘন্টা হাইস্কুল ও কলেজ" সুদীর্ঘ একশত বৎসর পরেও আজকের শতবর্ষ পূর্তিতে তা উজ্জ্বল দীপ শিখারূপে সমস্ত আজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে চলছে । অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বলতে গেলে জমিদার অধুষ্ঠিত অঞ্চলের জমিদারদের কথা প্রথমেই বলতে হয়। এই অঞ্চলে বাস করতেন, বাবু ঈষান চন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু কেশব চন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু সতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু নলিনী কান্ত বাবু উমা কান্ত সাহা নামের প্রমুখ জমিদারবৃন্দ। তাঁরা প্রতিদিন সকাল

সন্ধ্যা হাতীর পিঠে চড়ে ভ্রমণে বের হতেন। হাতীর গলায় ঘন্টা ঢং ঢং করে বাজতে থাকতো এবং তা শুনা যেত বহুদুর পর্যন্ত। একদা মানস নদী পাড়ি দেওয়ার সময় এক জমিদারের হাতীর গলার ঘন্টা ছিড়ে যায়। এই ঘটনা থেকেই ধরা হয় এই অঞ্চলের নাম করণ হয় গজঘন্টা (হাতীর ঘন্টা) যার পূর্ব নাম ছিল ব্রম্যধাম (প্রমাপুর নদীর পাড়ের পূজা অর্চনা অঞ্চল)।

২০২৩ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ

শ্রেণি	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	
৬ষ্ঠ শ্রেণি	বালক	১১৫
	বালিকা	৯৬
৭ম শ্রেণি	বালক	১০৪
	বালিকা	১১৬
৮ম শ্রেণি	বালক	১১২
	বালিকা	১০৭
৯ম শ্রেণি	বালক	৮৩
	বালিকা	১২১
১০ম শ্রেণি	বালক	৭৮
	বালিকা	১০৮
একাদশ	বালক	২৫
	বালিকা	৭৫
দ্বাদশ	বালক	১২৩
	বালিকা	৫৪

জমিদার বাবু ঈষান চন্দ্র রায় চৌধুরী ছিলেন ইউনিয়ন কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট থাকাকালিন সময়ে তিনি পাঁচটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানগুলি হল (১) মাহিষাশুর প্রাইমারী স্কুল, (২) ছালাপাক প্রাইমারী স্কুল, (৩) রাজবলব প্রাইমারী স্কুল (৪) কিসামত হাবু প্রাইমারী স্কুল এবং (৫) গজঘন্টা প্রাইমারী স্কুল। গজঘন্টা প্রাইমারী স্কুলটিতে শুধু ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত চালু ছিল। তৎকালীন ডেপুটি ইন্সপেক্টর রহিম উদ্দিন আহমদ এর ১ মার্চ ১৯০৭ সালের পরিদর্শন মন্তব্য থেকেই ধরে নেওয়া হয় ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি প্রথম গজঘন্টা এম,ভি স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ১৯১৮ সালে গজঘন্টা এম,ই স্কুল চালু হয়।

১৯৩৭ সালে জুনিয়ার এম.ই স্কুল অনুমোদন লাভ করে। ১৯৩৯ সালে মি. বিস. ফ্রী স্কীম ডিস্টীক স্কুল বোর্ডের আওতায় প্রাইমারী সেকশন এবং মেডেল সেকশন পৃথক হয়। প্রতিষ্ঠান চলতো ছাত্রবেতন, ডিস্টীক বোর্ডের অনুদান এবং জামিদারগণের অনুদান দিয়ে।